সংবাদ

তারিখ ... 14 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক

অভিভাবকদের অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে কেন

দেশে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অবৈতনিক হলেও শিক্ষার্থীদের জন্য অভিভাবকদের মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। আর এই ব্যয়ের ৫৪ শতাংশই চলে যাচ্ছে প্রাইভেট টিউশনে। যদিও প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে প্রাইভেট টিউশন নিষিদ্ধ।

গত শনিবার সহযোগী একটি দৈনিক এ সম্পর্কে পরিচালিত একটি জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে এই খবরটি পরিবেশন করে।

প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ব্যয়ের সিংহভাগ যে প্রাইভেট টিউশনে চলে যায় তার তো একটাই প্রধান কারণ। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকরা যথার্থভাবে পাঠদান করছেন না। যদিও এক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষকরা ঠিকভাবে যে পড়াচ্ছেন না এর জন্য কোন দায়বদ্ধতা নেই। অর্থাৎ মনিটরিং থেকেও নেই।

ব্যানবেইস জরিপ চালিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার যে দৃশ্য উদঘাটন করেছে তারই ভিত্তিতে এই মন্তব্য করা যায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অভিভাবকদের ক্রমবর্ধমান ব্যয় বৃদ্ধির কারণেও প্রাথমিকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। কারণ হতদরিদ্র ও দরিদ্র অভিভাবকদের পক্ষে ব্যয়ের ৫৪ শতাংশ প্রাইভেট টিউশনের পিছনে ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণেই ঝরে পড়ছে শিক্ষার্থী। যদিও প্রাথমিকে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার প্রায় শতভাগ।

জরিপের ফলাফলে দেখানো হয় দেশে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে একজন শিক্ষার্থীর বছরে ব্যয় হয় গড়ে ৪ হাজার ৭৮৮ টাকা। এর মধ্যে প্রাইভেট টিউশনেই চলে যায় ২ হাজার ৫৮৮ টাকা, যা মোট ব্যয়ের ৫৪ শতাংশ। যা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এর বাইরে স্টেশনারি অর্থাৎ খাতা, কলম, পেনসিল ইত্যাদি বাবদ ব্যয় করতে হয় ১ হাজার ২৭৩ টাকা, যা মোট ব্যয়ের ২৬ শতাংশ। এছাড়া ৪১৩ টাকা বা ৯ শতাংশ খরচ হয় গাইডবই ও ৫১৫ টাকা বা ১০ শতাংশ ব্যয় হয় পোশাক বাবদ। খরচের এই বহরের কারণে ঝরে পড়ছে প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা। আর এর পর যারা টিকে থাকছে তাদের অভিভাবকদের সিংহভাগ খরচ করতে হচ্ছে প্রাইভেট টিউশনে। একদিকে কারিকুলাম ভারি, তারপর শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা মানসম্মত পাঠ পায় না। যার কারণে শিক্ষার্থীরা প্রাইভেট টিউশন নিতে বাধ্য হচ্ছে। শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষের ভিতরেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট টিউশন নিতে নানাভাবে প্ররোচিত করে থাকেন– এমন অভিযোগও রয়েছে। এখানে প্রাইভেট না পড়লে পরীক্ষায় ভালো নম্বর দেয়া হবে না - এমন হুমকিও প্রচ্ছন্নভাবে দেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষকদের এই নৈতিক অধঃপতন ছাড়াও শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে পাস করার একটি অসুস্থ প্রতিযোগিতাও রয়েছে। এই অসুস্থতা, শিক্ষকদের বাণিজ্যিক চিন্তা, গাইডবইয়ের ব্যাপক ব্যবহার, শিক্ষকদের গ্রহণযোগ্য মানের পাঠদান না করা, তার জন্য কোন দায়বদ্ধতা না থাকা সব মিলিয়েই দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে বলে আমরা মনে করি।

প্রাথমিক পর্যায়ের উল্লিখিত ব্যয় চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণীতে গিয়ে বেড়ে যায়। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি) চালু হওয়ার পর পঞ্চম শ্রেণীতে শিক্ষা ব্যয় আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে।

দেশে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অবৈতনিক এই বাস্তবতায় এই দাবির যথার্থতা কোথায়? অভিভাবকদের ব্যয় বৃদ্ধির কারণে যদি শিক্ষার্থীরা ঝরেই পড়ে ক্রমবর্ধমান হারে তাহলে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার কি অগ্রগতি হলো– এ প্রশ্ন তো স্বাভাবিক কারণেই করা যায়। শতভাগ ভর্তি হচ্ছে এ দাবি করেই কি প্রকৃত অর্থে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

বিষয়টি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। ক্লাসে পাঠদানের মান নির্ধারণ করে বিষয়টি কঠোর মনিটরিংয়ে আনতে হবে। এর জন্য গাইডবই বিক্রি যারা করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের ওপর।